Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দুরুদের ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রেশমি আক্তার

রোলঃ 216021229

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দুরুদের ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রেশমি আক্তার

রোলঃ 216021229

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "দুরুদের ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রেশমি আক্তার, আইডিঃ 216021229 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " দুরুদের ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

রেশমি আক্তার

আইডিঃ 216021229

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচীপত্র

ভূমিকা 6

সালাত (দুরুদ)এর অর্থ ও ব্যাখ্যা 7

দুরুদ পাঠের আহকাম 8

দুরুদ পাঠের ফজিলতসমূহ 11

দুরুদ পাঠের গুরুত্ব 22

সংক্ষেপে দুরুদ পাঠের উপকারিতা 25

কোন কোন জায়গায় "দুরুদ"পড়া উচিত 29

দরুদ না পড়ার পরিণতি বা ক্ষতি 41

দুরুদ কিভাবে পড়তে হবে? 42

জুমার দিনে দুরুদ পড়ার ফজিলত 43

দুরুদ পাঠ করার সহীহ নিয়ম 46

দুনিয়াবি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূরীকরণে দুরুদের ভূমিকা 47

হাদীসের কিতাব থেকে ১০ টি দুরুদ 49

শেষ কথা 51

ভূমিকা

দুরুদ শব্দটি কোরআন-হাদিসে নেই। এটি ফারসি শব্দ। তবে কোরআন-হাদিসে এর প্রতিশব্দ ও পরিভাষা হলো 'আস-সালাতু ওয়াস সালামু আলান্নাবিয়্যি।' অর্থাৎ নবী (সা.)-এর প্রতি সালাত ও সালাম।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম শুনলে তাঁর প্রতি দুরুদ পাঠ করতে হয়। নবী (সা.)-এর প্রতি অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দাবি হলো তাঁর প্রতি দুরুদ পড়া। এ ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হলো, প্রথমবার নবীজির নাম শুনে দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব। এরপর প্রতিবার পাঠ করা মুস্তাহাব।

সালাত হচ্ছে সব ইবাদাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত।এমন ইবাদাতের মধ্যে যদি পাছে আমরা দুরুদ শরীফ না পড়ি এইজন্য তাশাহহূদের পর দুরুদ শরীফ জুড়ে দেওয়া হয়েছে।দুরুদ শরীফ ও তেমনি ইবাদাতকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেয়।তখন আল্লাহ তালা বেছে বেছে শুধু দুরুদসমূহেকেই রেখে দেন না। দুরুদের সাথে কৃত ইবাদাতগুলোও গ্রহণ করেন।

الحمد الله رب العالمين والصلوة و السلام علي سيد المرسلين
وعلي اله واصحابه اجمعين-

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত- সালাম বা দুরূদ শরিফ পাঠ অতীব গুরত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ একটি ইবাদত। এ আমলের মাধ্যমে এক সাথে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা অর্জিত হয়। এর গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلِي النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا

নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেস্তাগণ নবীর উপর সালাত পড়েন হে ইমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি সালাত পাঠ করো আর যথাযথভাবে সালাম পেশ করো।'

' সূরা আহযাব, ৫৬:৩৩।

সালাত (দুরুদ)এর অর্থ ও ব্যাখ্যা

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর আল্লাহ তাআলার ছালাত পাঠের অর্থ হল, রহমত অবতীর্ণ করা। আর ফেরিশতাগণ ও মুসলমানদের ছালাত পাঠের অর্থ হল, তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে রহমতের দুআ করা।

নিম্নে 'সালাত' শব্দের একাধিক অর্থগুলো একসাথে দেওয়া হলো যেমন-

১. সালাত শব্দটি আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার হলে এর অর্থ হবে- রহমত।

২. সালাত শব্দটি ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার হলে এর অর্থ হবে- দু'আ।

৩. সালাত শব্দটি মুমিনদের ক্ষেত্রে ব্যবহার হলে এর অর্থ হবে- প্রার্থনা।

৪. সালাত শব্দটি পশু-পাখির ক্ষেত্রে ব্যবহার হলে এর অঞ্চ হবে- তাসবীহ।

আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি তার ছালাতের স্থানে যতক্ষণ বসে থাকবে ততক্ষণ

তার ওযু না ভাঙ্গা পর্যন্ত মালাকরা অর্থাৎ ফেরিশতারা তার জন্য দুআ করবেন। তারা বলবেনঃ হে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দাও, হে আল্লাহ তার প্রতি দয়া কর।-বুখারী।"

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على ميامن الصفوف . (رواه أبو داود، صحيح سنن أبي داؤد للألباني الجزء الأول رقم الحديث

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা কাতারের

ডান পাশের লোকদের উপর রহমত অবতীর্ণ করেন এবং মালাকগণ তাদের জন্য রহমতের দুআ করে থাকেন। -আবুদাউদ। (অন্য শব্দে হাসান।)

দুরুদ পাঠের আহকাম

রাসূলের উপর 'সালাত' পেশ করার তিনটি পর্যায়। ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব।

রাসূলের উপর 'সালাত' ও 'সালাম' পেশ করা শরিয়ত সম্মত একটি বিধান হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। তবে ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে।

ওয়াজিব: সময়, কাল নির্ঘণ্ট নির্ধারণ না করে জীবনব্যাপী ন্যূনতম পরিমাণ দুরূদ পাঠ প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির জন্যে ওয়াজিব। কেননা কুরআনের আছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا * "হে ঈমানদারগণ। তোমরা তাঁর (নবীর) উপর সালাত ও সালাম পেশ কর।" (আহযাব: ৫৬)

এ আয়াতের صَلُّوا এবং سلِّمُوا শব্দদ্বয় أَمر বা নির্দেশ সূচক শব্দ। উসূলে ফিকাহর মতো নির্দেশ দু'ধরনের হয়ে থাকে। أَمْرٌ لِلْوُجُوب অর্থাৎ ওয়াজিব সূচক এবং أَمْرٌ لِلنُّدُوب অর্থাৎ ইচ্ছা সূচক। এ আয়াতের ر ওয়াজিব সূচক হওয়ার ব্যাপারে প্রায় সকল ফিকাহবিদগণ একমত পোষণ করেছেন। সুতরাং রাসূলের উপর সালাত ও সালাম পেশ করা ওয়াজিব। তাছাড়া রাসূলের নাম স্মরণ করলে রাসূলের উপর সালাত পাঠ করা শ্রবনকারীদের জন্যে ওয়াজিব হয়ে যায়। একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, রাসূলের নাম উচ্চারিত হওয়ার পর কেউ 'সালাত' পেশ না করলে তাকে অভিশপ্ত, বখীল, হতভাগা ও দুর্ভাগা বলা হয়েছে। বস্তুতঃ ওয়াজিব জাতীয় হুকুমের বরখেলাফ করলেই এরূপ শাস্তিযোগ্য পরিণামের কথা বলা হয়ে থাকে। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, তাশাহুদে 'সালাত' পাঠ করা ওয়াজিব।

সুন্নত: নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর 'দুরূদ' পাঠ করা সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ ফিকাহবিদ ঐকমত্য হয়েছেন। ইমাম তাহাবী,কাযী আয়ায, খাত্তাবী এ মত পোষণ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এ সময়ে দুরূদ পড়া ওয়াজিব বলেছেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে একটি মারফু হাদীস বর্ণিত হয়েছে এভাবে-

لَا تَكُونُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ وَتَشَهُدٍ وَصَلَاةٍ عَلَى*

"কিরাত, তাশাহুদ এবং আমার উপর সালাত পেশ ছাড়া নামায শুদ্ধ হবে না।" (আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ী: ৩/৪৪)

দুরূদ ছাড়া নামায শুদ্ধ না হওয়া দুরূদ পড়া ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ।

এমনিভাবে জানাযার নামাযে দুরূদ পাঠ করা সুন্নত। সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে, জানাযার নামাযে সুন্নত হলো-

الْكِتَابِ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ أَنْ يَقْرَاء بِفَاتِحَةِ

"সূরায়ে ফাতিহা পড়া এবং নবীর উপর দুরূদ পাঠ করা।"

عَلَيْهِ وَسَلَّم*

(মুসতদরিকে হাকেম: ১/৩৬০)

হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ) এবং আবু উমামাহ বিন সাহল (রাঃ) থেকেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে।
খুৎবা দানের প্রারম্ভে, আযানের পর, মসজিদে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময়, সাফা-মারওয়ায় উঠে, জুমআর দিন রাতে, কুরআন খতম করার সাথে, মুসিবত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে দুরূদ পড়া সুন্নত।

দোয়া করার আগে, মাঝখানে এবং শেষে দুরুদ পাঠ করা সুন্নত। কেউ এরূপ দুরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব বললেও হাদীস দ্বারা সুন্নত হিসেবেই প্রমাণিত। যেমন হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, দোয়ার সময় প্রার্থনাকারী ও আল্লাহ্ মাঝখানে দুরূদ না পড়া পর্যন্ত আড়ালের সৃষ্টি হয়। দুরূদ পাঠ করলে আড়ালটি উঠে যায় এবং দোয়া কবুল করা হয়। আর দুরূদ না পড়লে পর্দা উঠানো হয় না, দোয়াও কবুল হয় না। (তারগীব ও তারহীব)

দুরুদ পাঠের ফজিলতসমূহ

বিশ্বনবী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠকারীর জন্যে হাদীসে যেসব ফজিলতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ-

১. আল্লাহ্ তায়ালার রহমতের অধিকারী হওয়া:

(ক) হযরত আবু হোরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا*

"যে আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর ১০টি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম: ৪০৮)

(খ) আনাস বিন মালেক (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَى وَمَنْ صَلَّى عَلَى مَرَّةً صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا*

"যার কাছে আমার নাম স্মরণ করা হয়, আমার উপর তার দুরূদ পাঠ করা উচিত। আর যে আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তার উপর ১০টি রহমত নাযিল করবেন। (নাসায়ী: ৬০)

(গ) আমের বিন রাবিআহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী আলাইহিস্ সালামকে বলতে শুনেছি-

مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّى عَلَيَّ إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ

يُصَلِّى عَلَى فَلْيَقْلِ العَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيَكْثِر* ُ

"কোনো বান্দাহ যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উপর দুরূদ পাঠ করতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার জন্যে মাগফিরাত কামনা করতে থাকে। এবার দুরূদ পাঠের সময় কম কিংবা বেশি করা বান্দাহর ইচ্ছা।"

(মাসনাদে আহমদ ৩/৪৪৫, ইবনে মাজাহঃ নং ৯০৭

(ঘ) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন-

مَنْ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً ، فَلْيَقُلْ

مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيَكْثِر*

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একবার দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ পাঠকারীর উপর ৭০ টি রহমত দান করবেন। দুরূদ পাঠের পরিমাণ কমানো কিংবা বাড়ানো ব্যক্তির ইচ্ছা।"

(মাসনাদে আহমদ ২/২৭২)

২. গুনাহ কমে নেক বাড়ে:

(ক) হযরত আবু তালহা আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا طِيبَ النفس، يُرى فِي وَجْهِهِ الْبِشْرُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَصْبَحْتَ اليوم طِيبَ النَّفْسِ يُرَى فِي وَجْهِكَ الْبِشْرُ قَالَ : أَجَلْ، أَتَانِي أت مِنْ عِنْدِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صلاة كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَعَا عَنْهُ عَشْرَ

سَيِّئَاتِ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا*

একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুব খুশি হতে দেখা গেল, যেনো একটি শুভসংবাদের আভা তাঁর চেহারা মুবারকে ফুটে উঠলো। উপস্থিত লোকগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আজকে আপনাকে খুব খুশি মনে হচ্ছে; আপনার চেহারায় যেনো শুভ সংবাদের সংকেত উদ্ভাসিত। তিনি বললেন: হ্যাঁ। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে একজন আগন্তুক (জিব্রাইল আঃ) এসে বললেন; আপনার উম্মতের কেউ আপনার উপর একবার দুরূদ পাঠ করলে বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে ১০টি নেকী দান করেন ১০টি গুনাহ মাফ করে দেন, ১০টি মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং অনুরূপ সংখ্যার অমর্যাদা রহিত করেন।

(মাসনাদে আহমদ: ৪/২৯)

(খ) আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ

وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرَ دَرَجَات* ٍ

"যে আমার উপর একবার মাত্র দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তার উপর ১০টি রহমত নাযিল করবেন, ১০টি গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং ১০টি মর্যাদায় ভূষিত করবেন।" (মাসনাদে আহমদ: ৩/১০২)

৩. দুশ্চিন্তা দূর হয় এবং গুনাহ মাফ হয়:

উবাই ইবনে কাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের তৃতীয় প্রহরে জাগ্রত হয়ে বলতেন- يا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا الله، جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعَها الرَّادِفَة

جَاءَتِ الْمَوْتُ بِمَا فِيه* ِ

"হে লোকসকল! আল্লাহকে স্মরণ কর; প্রলয়ংকারী (কিয়ামত) আসবে, তখন পশ্চাতে আসবে পশ্চাদগামী, মৃত্যু এসে সকলকে গ্রাস করে ফেলবে।"

উবাই বলেন, আমি বললাম-হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার উপর বেশী পরিমাণে দুরূদ পাঠ করি। আমার দোয়ার কতটুকু পরিমাণ দুরূদ আপনার জন্যে নির্ধারণ করব? তখন তিনি বললেন- যতটুকু তুমি চাও। বললেন- এক চতুর্থাংশ। তিনি বললেন-

যতটুকু তুমি ইচ্ছা কর। যদি তুমি পরিমাণ বাড়াও তাহলে সেটা হবে তোমার জন্যে কল্যাণকর। আমি বললাম- অর্ধেক। তিনি বললেন- তোমার ইচ্ছা। তবে পড়লে তোমারই মঙ্গল। আমি বললাম- তিন চতুর্থাংশ। তিনি বললেন- তোমার ইচ্ছা। তবে বাড়ালে সেটা হবে তোমার জন্যে উপকারী। আমি বললাম- আমার সবটুকু দোয়াই আপনার জন্যে নির্ধারণ করলাম। তিনি বললেন- إِذًا تَكْفَى هَمَّ وَيَغْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ "তাহলে তো তোমার দুশ্চিন্তা দূরীকরণে এরূপ করাই যথেষ্ট এবং তোমার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।" (তিরমিজিঃ নং ২৪৫৭, মুসতাদরাকঃ২/৪২১)

৪. আল্লাহর রাসূলের শাফায়াত লাভের মাধ্যম:

(ক) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন্ আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছেন-

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ - ثُمَّ صَلُّوا عَلَى . فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا - ثُمَّ سَلُوا إِلَيْهِ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ - فَمَنْ سَأَلَ لِي

الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَة*

"যখন তোমরা মুয়াযযিনের আযান শুনো। তখন মুয়াযযিন আযানে যা বলেন তোমরা তাই বলো। তারপর আমার উপর দুরূদ পাঠ কর। কেননা যে আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ তায়ালা বিনিময়ে তাকে ১০টি নেকী দান করেন। তারপর আল্লাহর কাছে আমাকে 'ওসীলাহ' দান করার জন্যে দোয়া কর। কেননা 'ওসীলাহ' বেহেশতের এমন একটা জায়গার নাম যেখানে আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাহ ছাড়া আর

কারো অবস্থান করা সম্ভব নয়। আমার বাসনা, আমিই যেনো কাংখিত বান্দাহ হই। যে আমার জন্যে 'ওসীলাহ' পাওয়ার দোয়া করবে, তার জন্যে শাফায়াত করা বৈধ হবে।"

(মুসলিম নং ৩৮৪)

(খ) আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِينَ يُمْسِي عَشْرًا

ادركتهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَة* ِ

"যে সকালে ১০ বার সন্ধ্যায় ১০ বার আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে সে কিয়ামত দিবসে আমার শাফায়াত লাভ করবে। (তাবারানী)

(গ) হযরত রুবাইফাআ বিন সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ : اللَّهُمَّ انْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ

عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ الشَّفَاعَة* ُ

"যে মুহাম্মদের (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর দুরূদ পাঠ করে এবং বলে আয় আল্লাহ! কিয়ামত দিবসে তোমার কাছে তাঁকে উচ্চাসনে সমাসীন কর, তার জন্যে শাফায়াত করা ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়।"

(মুসনাদ : ৪/১০৮)

৫. দুরূদ পাঠকারীর নাম রাসূলের সমীপে উপস্থাপন করার মাধ্যমঃ

(ক) আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اكثرُوا الصَّلَاةَ عَلَى، فَإِنَّ اللهَ وَكَلَ بِي مَلَكًا عِنْدَ قَبْرِي

فَإِذَا صَلَّى عَلَى رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي - قَالَ لِي ذَلِكَ الْمَلَك: ُ

يَا مُحَمَّدُ أَنَّ فَلَانَ بْنَ فَلَانٍ صَلَّى عَلَيْكَ السَّاعَة* َ

"তোমরা আমার উপর বেশি পরিমাণে 'সালাত' পেশ কর, কেননা আল্লাহ্ তায়ালা আমার কবরে একজন ফেরেশতা অকীলরূপে নিয়োগ করেছেন। আমার উম্মতের কেউ আমার উপর দুরূদ পাঠ করলে তিনি আমাকে বলেন- হে মুহাম্মদ! অমুকের পুত্র অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে আপনার উপর দুরূদ পাঠ করেছেন।
(দাইলামী: ১/৯৩)

(খ) আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَكًا أَعْطَاهُ سَمْعَ الْعِبَادِ، فَلَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يُصَلِّى عَلَيَّ إِلَّا ابْلَغَنِيْهَا وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُصَلِّي عَلَى

عَبْدُ صَلَاةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ عَشْرُ أَمْثَالِهَا*

"আল্লাহ তায়ালার এমন একজন ফেরেশতা রয়েছে যাকে বান্দার কথা শ্রবণ করার শক্তি দান করা হয়েছে। যে কেউ আমার উপর দুরূদ পাঠ করলে তার নাম ঐ ফেরেশতার মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছানো হয়। আর আমি আমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছি যে, কোন বান্দাহ্ আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করলে বিনিময়ে তাকে যেনো ১০টি নেকী দেয়া হয়। (তিবরানী, বাযযার)

(গ) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন-

إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةُ سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ

أُمَّتِي السَّلَام* َ

"মহান আল্লাহর এমন ধরনের ফেরেশতা রয়েছে যাঁরা পৃথিবী ব্যাপী পরিভ্রমন করে থাকেন। আমার উম্মতের পৌছে দেন।" পেশকৃত সালাম তারা আমার কাছে
(আহমদ: ১/৩৮৭, নাসায়ী ৩/৪৩, দারেমীঃ ২৭৭৭)

৬. জন সমাগম নিরর্থক হওয়া থেকে রক্ষা পায়:

(ক) হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَا اجْتَمَعَ قَوْمُ ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللهِ وَصَلَاةٍ عَلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَامُوا عَنْ أَنْتَنِ مِنْ جِيفَةٍ*

"কোনো সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হওয়ার পর আল্লাহর যিকর এবং

নবীর উপর দুরূদ পেশ করা ব্যতিরেকে সভাস্থল ত্যাগ করলে তারা যেনো আবর্জনার দুর্গন্ধ নিয়ে ফিরে এলো।"

(খ) আবু হোরাইরাহ (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে

বর্ণনা করে বলেন-

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا علَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ ، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ

شَاء غَفَرَ لَهُمْ*

"কোনো স্থানে লোকের সমাগম হলো অথচ ঐ সমাগমে আল্লাহর যিকর

এবং নবীর উপর দুরূদ পাঠ হলো না, এরূপ সমাগমের জন্যে আফসোস এবং পরিতাপ। ইচ্ছা করলে তাদেরকে আল্লাহ্ শাস্তি দিতে পারেন, আবার

ইচ্ছা করলে তিনি মাফও করে দিতে পারেন।"

(গ) আবু হোরাইরাহ (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْم

الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَاب* ِ

"কতিপয় লোক কোথাও একত্রিত হওয়ার পর সেখানে আল্লাহর যিকর এবং রাসূলের উপর দুরূদ পাঠ না করলে কিয়ামত দিবসে তারা অনুতপ্ত হবে; যদিও তারা নেক আমলের কারণে বেহেশতে প্রবেশ করবে।"

৭. দোয়া কবুলের উপাদান:

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- كُلُّ دُعَاء مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله ُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ * "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর 'সালাত' পেশ না করা পর্যন্ত প্রতিটি দোয়া লুকায়িত থাকে।" (মাজমাআ, তিবরানী)

৮. কৃপণতা ও রুঢ়তা পরিহারের উপায়:

(ক) হোসাইন বিন আলী (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রেওয়ায়াত করে বলেন-

الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى * "আমার নাম উল্লেখ করার পর যে আমার উপর 'সালাত' পেশ করে না সে হচ্ছে বখীল।"

(খ) আবুযার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

* ◌َّ◌ِإنَّ ابْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَي

"মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচে কৃপণ যার কাছে আমার নাম স্মরণ করা সত্ত্বেও আমার উপর দুরূদ পড়ে না।"

(ইসমাইল বিন ইসহাক প্রণীত ফখজুছ সালাত: ৪৩)

(গ) হাসান বসরী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

* يُحْسَبُ أمْرُى مِنَ الْبُخْلِ أَنْ أَذْكَرَ عِنْدَهُ فَلَا يُصَلِّ عَلَى 'যে আমার নাম উচ্চারণের পর আমার উপর 'সালাত' পেশ করে না তাকে মানুষের মধ্যে কৃপণরূপে গণ্য করা হয়।

(ঘ) হযরত কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

"কোনো ব্যক্তির কাছে আমার নাম উচ্চারিত হওয়ার পর আমার উপর তার দুরূদ না পড়া রূঢ়তা ও অকল্যাণের নামান্তর।"

(◌الْقَوْلُ الْبَدِيعُ فِي الصَّلَاة ১৪৬ :পৃষ্ঠা)

৯. জান্নাত প্রাপ্তির দলীল:

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

* ◌ِمَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَى خَطِئَ طَرِيقَ الْجَنَّة

"যে আমার উপর দুরূদ পড়তে ভুলে যায় সে জান্নাতের পথ চিনতে ভুল করবে।" (ইবনে মাজাহঃ ৯০৮)

দুরুদ পাঠের গুরুত্ব

দরুদের ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করে আমরা জানলাম দরুদ পাঠের গরুত্ব আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের জন্য অপরিসীম।
নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

১.দরুদবিহীন দোয়া আসমান-জমিনে ঝুলন্ত থাকে:

দরুদ ছাড়া আমরা আল্লাহর কাছে যেই দোয়াই করি না কেন তা কবুল হবে না।তাই দোয়ার শুরু ও শেষে অবশ্যই নবী (স) এর উপর দরুদ পাঠ করতে হবে।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, যে পর্যন্ত তুমি তোমার নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর দরুদ না পড়বে ততক্ষণ দোয়া আসমানে যাবে না, আসমান-জমিনের মাঝে থেমে থাকবে। (জামে তিরমিজি ১/১১০)

২.ফেরেশতারা মাগফিরাতের দোয়া করেন:

হযরত আমের ইবনে রবিআহ রা. বলেন, আমি আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুতবার মধ্যে বলতে শুনেছি, আমার উপর দরুদ পাঠকারী যতক্ষণ দরুদ পড়ে ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। সুতরাং বান্দার ইচ্ছা, সে দরুদ বেশি পড়বে না কম। (মুসনাদে আহমদ ৩/৪৪৫; মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ৬/৪০; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস ৯০৭)

৩.যে চায় তাকে অঢেল দেওয়া হোক:

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে চায় আমাদের উপর অর্থাৎ আহলে বাইতের উপর দরুদ পাঠের সময় তাকে পাত্র ভরে দেওয়া হোক, সে যেন এভাবে দরুদ পড়ে- للهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد (সুনানে আবু দাউদ ১/১৪১)

৪.কিয়ামতের দিন নবীজির সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে:

হযরত আবদুললাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে, যে আমার

উপর সবচেয়ে বেশি দরুদ পড়েছে। (জামে তিরমিজি ১/১১০)

৫.দরুদ পাঠকারীর জন্য নবীর সুপারিশ অবধারিত:

হযরত রুওয়াইফি ইবনে সাবিত আল আনসারি রা. বলেন, আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এ দরুদ পাঠ করবে তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত হয়ে যাবে। (আলমুজামুল কাবির, তবারানি ৫/৪৪৮১; মাজমাউজ যাওয়াইদ ১০/২৫৪)

৬.উম্মতদের সালাম নবীজির নিকট পৌঁছায়:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে

মাসউদ রা. বলেন, রসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলার জমিনে বিচরণকারী কিছু ফেরেশতা আছেন, তাঁরা আমার নিকট উম্মতের পক্ষ থেকে প্রেরিত সালাম পৌঁছিয়ে থাকেন। (মুসনাদে আহমদ ১/৪৪১; ইবনে আবী শাইবা ৬/৪৪; সুনানে নাসায়ী ১/১৪৩)

৬.গরিবরা সদকার সওয়াব পাবে:

হযরত আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলমানের দান করার সামর্থ্য নেই সে যেন দোয়ায় বলে- اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات এটা তার জন্য যাকাত (সদকা) হিসেবে গণ্য হবে। (ইবনে হিববান ৩/১৮৫)

৭.দরুদ, রহমত-মাগফিরাত ও মর্যাদাবান হওয়ার আমল:

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যে আমার উপর একবার দরুদ পড়বে, বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাজিল করবেন। (মুসলিম ১/১৬৬; জামে তিরমিজি ১/১০১)

অন্য হাদিসে আছে, হযরত আনাস রা. বলেন, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আমার উপর একবার দরুদ পড়বে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাজিল করবেন, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং দশটি দরজা বুলন্দ হবে। (নাসায়ি ১/১৪৫; মুসনাদে আহমদ ৩/১০২; মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা ২/৪৩)

৮.রাসূল (স)এর বদদোয়া থেকে বাচার উপায়:

রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম শুনে যে ব্যক্তি দরূদ পড়েনা তার জন্য তিনি বদ দুআ করেছেন।

আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সেই ব্যক্তি লাঞ্চিত হোক যার কাছে আমার নাম নেয়া হল কিন্তু সে আমার উপর দরূদ পড়লনা। সে ব্যক্তি লাঞ্চিত হোক যার কাছে রমযান মাস আসল কিন্তু সে নিজের পাপ ক্ষমা করাতে পারলনা। আর সে ব্যক্তিও লাঞ্চিত হোক যে পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাবস্থার পেল, কিন্তু তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারলনা। (সহীহ সুনানে তিরমিযী হা.ন.২৮১০)

সংক্ষেপে দুরুদ পাঠের উপকারিতা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করলে কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে পাঠকারী যেসব বিষয়ে উপকৃত হবেন সেগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

(১) আল্লাহ তায়ালা কুরআনে নবীর উপর দুরূদ পাঠের যে নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা হয়।

(২) 'সালাত' পেশ করার মাধ্যমে দুরূদ পাঠকারী এবং আল্লাহর সাথে একটি বন্ধন সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ নবীর উপর 'সালাত' (রহমত) বর্ষণ করেন এবং বান্দাহ নবীর জন্যে 'সালাত' (দোয়া) করেন।

(৩) 'সালাত' পেশ করার ব্যাপারে দুরূদ পাঠকারী এবং ফেরেশতাদের সাথেও একটি সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়। কেননা কুরআনে ফেরেশতাগণ নবীর উপর সালাত (মাগফিরাত ও বরকত কামনা) পেশ করার কথা উল্লেখ আছে।

(৪) একবার মাত্র দুরূদ পাঠের বিনিময়ে ১০টি আল্লাহর রহমত লাভ হয়।

(৫) দুরূদ পাঠকারী ১০টি পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হোন।

(৬) তাকে ১০টি নেকী দেয়া হয়।

(৮) দুরূদ পাঠকারীর দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা যায়। কেননা পঠিত দুরূদ বান্দাহর মনের বাসনা আল্লাহর কাছে পৌঁছে দিতে সহায়তা করে।

(৯) 'ওসীলা' নামীয় বেহেশতের উচ্চাসন লাভের ব্যাপারে রাসূলের জন্যে দোয়া করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাফায়াত লাভ করা যাবে।

(১০) দুরূদ গুনাহ মাফের উপায়। সুতরাং পাঠকারী ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তি

হিসেবে গণ্য হতে পারে। (১১) একজন দুরূদ পাঠকারী আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পিত ব্যক্তি রূপে প্রমাণিত হতে পারে।

(১২) কিয়ামত দিবসে রাসূলের নৈকট্য লাভের উপাদান।

(১৩) পাঠকারী ব্যক্তির কঠিন ও দুর্বোধ ব্যাপার সহজ-সরল হয়।

(১৪) দুরূদ মনোবাঞ্ছা পূরণের অন্যতম উপাদান।

(১৫) আল্লাহর রহমত এবং ফেরেশতাদের মাগফিরাতের দোয়া পাওয়ার উপায়।

(১৬) দুরূদ মানুষের আত্মা ও দেহকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে।

(১৭) দুরূদ পাঠকারীকে তার মৃত্যুর আগেই বেহেশতের শুভসংবাদ প্রদান করে।

(১৮) দুরূদ কিয়ামতের বিভীষিকা থেকে নাজাত পেতে সাহায্য করে।

(১৯) 'সালাম' ও 'সালাত' পেশকারী ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'সালাম' ও দোয়া ফিরে পেয়ে থাকে। (তারগীব তারহীব)

(২০) 'দুরূদ' ভুলে যাওয়া বস্তু স্মরণ করতে সহায়তা করে।

(২১) জনগণের সভা সমাবেশ, বৈঠক, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বরকতময় ও সুশৃংখল হতে সাহায্য করে।

(২২) দারিদ্র্য বিমোচনে দুরুদের ভূমিকা রয়েছে।

(২৩) একজন ব্যক্তি কৃপণ অভিধায় থেকে বাঁচতে পারে যদি রাসূলের নাম শ্রবণ করার সাথে সাথে তাঁর উপর দুরূদ পাঠ করে।

(২৪) বেহেশত লাভের রাস্তা দুরূদ পাঠকারীর জন্যে প্রশস্ত হয়ে যায়।

(২৫) দুরূদ জন সমাবেশ পুঁতিদুর্গন্ধময় ও আবর্জনাসম না হতে সাহায্য করে।কেননা যে সমাবেশে আল্লাহতায়ালার গুণ-গান এবং রাসূলের উপর সালাম ও সালাত পেশ করা হয় না, সে সমাবেশ পুঁতি দুর্গন্ধময় আবর্জনা সদৃশ্য হয়ে থাকে।

(২৬) 'দুরূদ' পুলসিরাত দ্রুত অতিক্রম করতে সাহায্য করবে।

(২৭) 'দুরূদ' বান্দাহকে নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতা থেকে রক্ষা করে।

(২৮) দুরূদ পাঠকারী আসমান ও যমীনে বসবাসকারীদের কাছে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকেন। কেননা ঐ ব্যক্তি দুরূদের মাধ্যমে রাসূলের মান-সম্মান, ইজ্জত ও মর্যাদার জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে থাকে। আল্লাহ্ তাযালাও তাঁকে ঐভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

(২৯) দুরূদের ওসীলায় দুরূদ পাঠকারী নিজের, তার কাজ, বয়স এবং কল্যাণমুখী তৎপরতায় বরকত হয়। কেননা পাঠকারী দুরূদের মাধ্যমে রাসূল ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপর বরকত নাযিল করার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করে থাকে। ফলে আল্লাহও তাকে ঐরূপ বরকতের প্রতিদান দিবেন।

(৩০) 'দুরূদ' আল্লাহর রহমত পাওয়ার উপাদান। রাসূল নিজেই বলেছেন, তাঁর উপর সালাত পেশ করলে বিনিময়ে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে রহমত করবেন।

(৩১) রাসূলের মহব্বতের সাথে বান্দাহর মহব্বতের স্থায়িত্ব সৃষ্টি করে দুরূদ। রাসূলের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি ও স্থীতিশীল করতে সহায়তা করে দুরুদ।

৩২) নবীর মহব্বত অর্জন করার ব্যাপারে দুরূদ অন্যতম উপায়। কেননা দুরূদ পাঠকারী নবীর মহব্বতে যখন সালাত পাঠ করে, তখন নবী আলাইহিস সালামও তাকে মহব্বত করেন।

(৩৩) দুরূদ বান্দাহর হিদায়াত ও জীবন্ত রাখার মোক্ষম উপায়।

(৩৬) 'সালাত' অর্থাৎ 'দুরূদ' নির্ভয়ে পুলছিরাত অতিক্রম করতে সাহায্য করে। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর একজন উম্মত পুলছিরাতের উপর হামাগুড়ি দিচ্ছিল। সে কখনো ঝুলতেছিল আবার কখনো পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। এমতাবস্থায় আমার উপর তার পঠিত দুরূদ মূর্ত প্রতীকরূপে হাজির হয়ে তাকে পুলছিরাত অতিক্রম করায় সহায়তা করে।

কোন কোন জায়গায় "দুরুদ"পড়া উচিত

আমাদের সমাজে যত্র-তত্র এমনকি সিনেমার বই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তথাকথিত মিলাদের মাধ্যমে 'সালাত' পেশ করা হয়ে থাকে। কোথায় কেমন করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করতে হবে তা তিনি স্বয়ং বলেছেন। এসব স্থান ও সময়গুলো আমাদের জানা থাকা দরকার। স্থানগুলো হলো:

(১) নামাযে তাশাহুদের পর: তাশাহুদের পর দুরূদ পাঠ করা কারো মতে ওয়াজিব হলেও ঐকমত্য হলো সুন্নত। রাসূলের উপর সালাত পাঠ ব্যতীত নামায পূর্ণ হয় না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত আছে, নবী আলাইহিস সালাম বলেছেনঃ

لَا تَكُونُ صَلَاةُ الأَنْقِرَاةِ وَتَشَهْدٍ وَصَلَاةٍ عَلَى*

কিরাত, তাশাহুদ এবং আমার উপর দুরূদ পেশ ছাড়া নামায (পূর্ণ) হবে (ফাতহে কাদীর: ১১/১৬৯) না।

(২) জানাযার নামায: সালাতুল জানাযার সুন্নত নিয়ম হলো, ইমাম তাকবীর বলার পর সূরা ফাতেহা পড়বেন এবং তৃতীয় তাকবীরে রাসূলের উপর দুরূদ পাঠ করবেন। (ইবনে কাসীর: ৩/৫২১)

(৩) জুমআ এবং দুই ঈদের খুতবাঃ আউন বিন ওবাই জুহাইফাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ওবাই ছিলেন হযরত আলীর (রাঃ) শাসনামলের একজন প্রতিরক্ষা সৈনিক। তিনি বলেছেন: হযরত আলী (রাঃ) খুৎবা দানের উদ্দেশ্যে মিম্বরে আরোহণ করে হামদ ও ছানার পর নবী আলাইহিস সালামের উপর দরুদ পাঠের পর বলতেন:

خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ

يَجْعَلُ اللهُ الْخَيْرَ حَيْثُ شَاءَ : وَالثَّانِي عُمَرُ

আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা করতেন সেভাবে কল্যাণ ও মঙ্গল দান করতেন। (আহমাদঃ ১/১০৬)

(৪) আযানের পর: এ পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ

"মুয়াযয্যিনের আযান শ্রবন করার সময় তোমরা তার অনুরূপ অর্থাৎ আযানের জবাব দাও। তারপর আমার উপর দুরূদ পাঠ কর। যে আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে বিনিময়ে আল্লাহ তাকে ১০টি রহমত দান করবেন। তারপর আল্লাহর কাছে আমার জন্যে ওসীলাহ এর প্রার্থনা কর 'ওসীলাহ' জান্নাতের একটি উচ্চাসনের নাম। আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের জন্যে এ আসন সংরক্ষিত। বিশেষ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আমার বাসনা। যে আমার জন্যে ওসীলাহ পাওয়ার ব্যাপারে প্রার্থনা করে তার জন্যে আমি অবশ্যই সুপারিশ করবো। (মুসলিম: ৩৮৪)

বস্তুতঃ এ দোয়ার মাধ্যমে রাসূলের জন্যে 'ওসীলাহ' নামীয় উচ্চাসন পাওয়ার জন্যে প্রার্থনা করা হয়।

(৫) আল্লাহর কাছে মুনাজাত করার সময়: মুনাজাত করার সময় দুরূদ পাঠের ৩টি স্তর রয়েছে:

(ক) আল্লাহ তায়ালার হামদ ও প্রশংসা করার পরই দুরূদ পাঠ করার মাধ্যমে দোয়া করা।

(খ) মুনাজাত করার প্রারম্ভে, মধ্যভাগে এবং শেষাংশে দুরূদ পাঠ করা।

(গ) মুনাজাত করার প্রথমে এবং শেষে দুরূদ পাঠ করা। এ পর্যায়ে ফাদালাহ বিন ওবাইদ (রাঃ) বললেন: নবী আলাইহিস সালাম একজন লোককে তার উপর দুরূদ পাঠ না করে মুনাজাত করার কথা শুনতে পেয়ে বললেন : عَجِلَ هَذَا এটা তাড়াহুড়া। তারপর তিনি ডেকে তাকে ও অন্যান্যদেরকে বললেন:

তোমাদের কেউ মুনাজাত করতে চাইলে আল্লাহর প্রশংসা-স্তুতি দিয়ে

আরম্ভ করা উচিত। তারপর নবী আলাইহিস সালামের উপর দুরূদ পাঠ করা জরুরী। এরপর তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর। (আবু দাউদ

: ১৪৮১, তিরমিজি: ৩৪৭৭, নাসায়ী: ৩/৪৪, আহমদ: ৬/১৮, মুসতাদরাক: ১/২৩০)

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে অপর একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন: তোমাদের কেউ আল্লাহর কাছে মুনাজাত করতে চাইলে আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা ও গুণগান দিয়ে মুনাজাত আরম্ভ করা উচিত। অতঃপর নবীর উপরসালাত পাঠ করার পর দোয়া করবে। এভাবে মুনাজাত করা অধিকতর উপযোগী ও গ্রহণীয়।
(জালাউল আফহাম পৃ: ৩০৭)
আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় ও স্বীকৃত কাজ।

(৬) মসজিদে প্রবেশ করা ও বাহির হওয়ার সময়: এ পর্যায়ের হাদীস হলো: (ক) হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে নবী আলাইহিস সালামকে সালাম দিবে এবং বলতে হবে; আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা (আয় আল্লাহ! তোমার রহমতের দরজাসমূহ আমার জন্যে খুলে দাও) এবং বাহির হওয়ার সময় বলবে: আল্লাহুমা আজিরনী মিনাশ শাইতানির রাজীম (আল্লাহ, অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমাকে রক্ষা কর) (ইবনে খুযাইমা: ৪৫৩,ইবনে হাব্বান: ৩২১)

তিরমিজিতে আছে: হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশকালে বলতেন : صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَم (সাল্লা আলা মোহাম্মাদীন ওয়া সাল্লামা)। (আবু দাউদ: ৪৬৫, তিরমিজি: ৩০৪, ইবনে মাজাহঃ ৭৭১, ইবনে সুন্নী: ৮৭)

(৭) সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে চড়া অবস্থায়: এ পর্যায়ে ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফায় চড়ে তিনবার বলতেন:

يہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير* ٌ

(লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শরিকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর) তারপর নবী আলাইহিস সালামের উপর দুরূদ পাঠ করতঃ দীর্ঘক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে দোয়া করতেন। অতঃপর মারওয়ায় চড়ে অনুরূপভাবে দোয়া করতেন। (কাযী ইসহাক: ৮৭) (অবশ্য এরূপ করা দোয়া করার অন্তর্ভুক্ত)

(৮) জনগণের একত্রিত হওয়ার এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রাক্কালে: এ বিষয়ের হাদীসগুলো হলো:

(ক) হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:কিছু লোক একত্রিত হওয়ার পর আল্লাহর যিকর এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সালাত পেশ করা ব্যতিরেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তারা যেনো ডাষ্টবিনের দুর্গন্ধ নিয়ে ফিরে আসলো। (আবু দাউদ তাইয়ালেমী: ১৭৫৬, বায়হাকী, নাসায়ী: ৪১১)

(খ) হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ) নবী আলাইহিস সালামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন:যে সমাগমে আল্লাহর যিকর এবং নবীর উপর সালাত পেশ করা হয় না তাদের জন্যে আফসুস ও অনুশোচনা। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। (মাসনাদঃ ২/৪৪৬, ৪৫২, ৪৮১, তিরমিজিঃ ৩৩৮০, মুসতাদরাক: ১/৪৯৬)

(৯) রাসূলের নাম উচ্চারণের সময়:

এ পর্যায়ের হাদীস হলো: (ক) হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন আমার উপর তার সালাত পেশ করা উচিত। যে আমার উপর একবার সালাত পেশ করবে আল্লাহ তায়ালা বিনিময়ে তাকে ১০টি নেকী দান করবেন। (নাসায়ী: ৬০, ইবনে সুন্নী : ৩৮৩, বুখারী, আদাবুল মুফরাদ: ৬৪৩)

(খ) হযরত হোসাইন বিন আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ * بَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ:

"সে ব্যক্তি বখীল যার কাছে আমার নাম উচ্চারিত হওয়ার পরও আমার উপর দুরূদ পাঠ করে না।" (সহীহুল জামে: ৩৫৪৬ মাসনাদ: ১/২০১)

(১০) সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়: এ পর্যায়ে হযরত আবু দারদা (রাঃ)

থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلَّى عَلَى حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِينَ يُمْسِي عَشْرًا.

ادركتهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ* ِ

"যে সকালে ১০ বার এবং সন্ধ্যায় ১০ বার আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে, কিয়ামতের সংকটময় কালে সে আমার সুপারিশ লাভ করবে। (তিবরানী, জামে সগীর-৫২৩৩)

(১১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকে অবস্থান কালে: এ পর্যায়ে আবদুল্লাহ বিন দিনার থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন-আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকে অবস্থান করত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর 'সালাত' পেশ করতে দেখলাম। আরো দেখলাম, তিনি আবুবকর (রাঃ) ও ওমরের (রাঃ) জন্যে দোয়া করছেন।"(তিবরানী, মুয়াত্তা: ১/১৬৬)

আবুবকর (রাঃ) ও ওমরের (রাঃ) জন্যে দোয়া করছেন।" (তিবরানী, মুয়াত্তাঃ ১/১৬৬)

(১২) বাজারে যাওয়ার জন্যে বের হওয়ার সময় কিংবা দাওয়াত ও তাবলীগ জাতীয় কাজে বের হওয়ার প্রাক্কালে: আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে-আল্লাহর হামদ ও ছানা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 'সালাত' পেশ এবং মানুষকে দ্বীনের প্রতি আহ্বান না করা পর্যন্ত আবদুল্লাহকে আমি কোনো খাবার খাওয়ার জন্যে, জানাযার জন্যে কিংবা অন্য কোনো কাজের জন্যে বসতে দেখিনি। যদি তিনি বাজারের উদ্দেশ্যে বের হতেন তাহলে বাজারের কোনো একটি নিভৃত জায়গায় এসে বসতেন। তারপর আল্লাহর হামদ করতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর 'সালাত' পেশ করতেন এবং মানুষদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন।(সাখাবী: ২১)

(১৩) ঈদের নামাযঃ এ বিষয়ে হযরত আলকামাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়- একদিন ইবনে মাসউদ, আবু মুসা এবং হোযাইফা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণের কাছে ওলীদ ইবনে ওকবা ঈদের আগে এসে জিজ্ঞেস করলেন-"ঈদ তো অত্যাসন্ন। ঈদের নামাযে তাকবীর বলার পদ্ধতি কি? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন: তাকবীর বলে নামায শুরু কর এবং তোমার রবের প্রশংসা সূচক বাক্য বল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 'সালাত' পেশ কর। তারপর দোয়া কর, তাকবীর দাও এবং এরূপ করতে থাক....... কথাগুলো (হুযাইফা (রাঃ) ও আবু মুসা (রাঃ) সমর্থন করে বললেন- صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ "আবু আবদুর রহমান সত্য বলেছেন।" (ইসমাঈল কাজীঃ ৭৫৭৬, ইবনে কাসীরঃ ৩/৫২১)

(১৪) জুমআ বারের দিন রাতঃ এ সম্পর্কিত হাদীস হলো-

(ক) হযরত আউস বিন আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ : فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قبضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعِقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَى - قَالَ : قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ ؟ يَقُولُونَ بَلِيتَ

فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ*

"তোমাদের জন্যে সর্বোত্তম দিবস হচ্ছে জুমাবার। এদিনে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এদিনে তার মৃত্যু হয়েছে, এদিনে ফুৎকার দেয়া হবে এবং এ জুমআর দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। সুতরাং শুক্রবারে তোমরা বেশি পরিমাণে আমার উপর 'দুরূদ' পাঠ কর। কেননা, তোমাদের পঠিত দুরূদ সমূহ আমার কাছে পেশ করা হয়। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার শরীর

তো জীর্ণ হয়ে যাবে, তাহলে আমাদের পঠিত 'সালাত' কেমন করে আপনার সমীপে পেশ করা হবে? তিনি জবাবে বললেন- পরম দয়ালু আল্লাহ্ তায়ালা নবীগণের শরীর ভক্ষণ বা ক্ষতি করা মাটির জন্যে হারাম করে

দিয়েছেন। (আবু দাউদ: ১০৪৭, নাসায়ী: ৩/১৯, ইবনে মাজাহঃ ১০৮৫ মাসনাদ: ৪/৮ মুসতাদরাক: ৪/৫৬০) (খ) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ - فَمَنْ

صَلَّى عَلَى صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا * "তোমরা শুক্রবারের দিনে ও রাতে বেশি পরিমাণে আমার উপর দুরূদ পাঠ কর। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার 'সালাত' পেশ করে, আল্লাহ্ তায়ালা বিনিময়ে তাকে ১০টি নেকী দেন।" (বায়হাকী: ৩/২৪৯)

(গ) আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ - فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ

يُصَلِّى عَلَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ الأَعْرِضَتْ عَلَى صَلَاتَه*

"তোমরা জুমাবারে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ পাঠ কর। কেননা এমন কেউ নেই যার শুক্রবারে আমার উপর পঠিত দুরূদ আমার সমীপে পেশ করা না হয়।"

(হাকিম: ২/৪২১, জামে সগীরঃ ১২১৬)

(১৫) খতমে কুরআনের সময়: এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে কাইউম (রঃ) বলেছেন, কুরআন পাঠের সমাপ্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুরূদ পেশ করা একটি মোক্ষম ও সময়োপযোগী স্থান ও কাল। এ সময়টি দোয়া কবুলের ক্ষণ।
আবুল হারিছ থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আনাস (রাঃ) কুরআনের খতম অনুষ্ঠানে পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততিদেরকে একত্রিত করতেন। খতমে কুরআন দোয়া কবুলের যথার্থ ক্ষণ হওয়ায় সে লগ্নটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাতের সওগাত পেশ করাও যথোপযোগী হওয়া সহজেই অনুমেয়। (জালাউল আফহাম: ৩৩০, ৩৩১)

(১৬) আয়াত পাঠের সময়: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ)

إِذَا مَرَّ الْمُصَلِّي بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَ فِي نَفْلٍ صَلَّى عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم * "নামাযে পঠিত আয়াতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ আসলে নামায যদি নফল জাতীয় হয় তাহলে সে নবীর উপর দুরূদ পাঠ করবে।

(জালাউল আফহাম: ৩৫৫)
হাদীস চর্চা করার সময় একথা লিখা 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।” (ঐ ৩৩৭)

(১৭) বিবাহের খুৎবায়: বিশ্বনন্দিত তাফসীরকার আবদুল্লাহ্ ইবনে

আব্বাস (রাঃ) আল্লাহর إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِي

(নিশ্চই আল্লাহ্) তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর উপর 'সালাত' পেশ করেন----) এ বাণীর তাফসীর প্রসংগে বলেছেন- মহান আল্লাহ্ তোমাদের নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁকে

ক্ষমা করেন এবং ফেরেশতাদেরকে তাঁর জন্যে মাগফিরাত কামনা করার নির্দেশ দেন। যেমন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ. ِ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের সালাতে, মসজিদে, প্রতি জায়গায় এবং বিবাহের পয়গামে তাঁর সন্তুষ্টি ও প্রশংসা কর। এরূপ সালাত পেশ করতে ভুলে যেয়ো না।

(১৮) প্রতি জায়গায়ই 'সালাত' পড়া: এ পর্যায়ে হযরত আবু হোরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

"তোমরা তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়োনা এবং আমার কবরকে

মেলায় রূপান্তরিত করো না। আমার উপর 'সালাত' পেশ কর! তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের পঠিত 'সালাত' আমার সমীপে পেশ করা হয়।"
(আবু দাউদ: ২০৪২, মসনাদ: ২/৩৬৭)

(১৯) দোয়ায়ে কুনুতের শেষভাগ: এ পর্যায়ে আবদুল্লাহ বিন হারিস বর্ণনা করেন যে, আবু হালীমাহ মোয়াজ দোয়ায়ে কুনুতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত পেশ করতেন।" (ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) হযরত মুয়ায (রাঃ)-কে রমযানে তারাবীহ পড়ানোর জন্যে নিয়োগ দিয়েছিলেন)।

(২০) বালা-মুছিবত সংকট মুহূর্তে এবং মাগফিরাত কামনার সময় : এ পর্যায়ে উবাই বিন কাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের শেষ প্রহরে জাগ্রত হয়ে বলতেন-

يا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَذْكُرُوا اللهَ، جَانَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ

جَانَتِ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَانَتِ الْمَوْتُ بِمَا فِيه* ِ

'হে লোকসকল! আল্লাহর যিকর কর, কিয়ামত আসবে, পরবর্তিতে প্রাসংগিক সব কিছুই তাকে অনুসরণ করবে, মৃত্যু এসব কিছুকে গ্রাস করে ফেলবে।"

ওবাই (রাঃ) বললেন-

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَكْثَرَ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ - فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ فِي

صَلَاتِي ؟ فَقَالَ : مَا شِئْتَ - قُلْتُ : الرُّبُعُ : قَالَ : مَا شِئْت- - َ

.. *فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ

ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনার উপর অধিক পরিমাণে 'সালাত' পেশ করে থাকি। আমার এ সালাতের কত অংশ আপনার জন্যে নির্ধারিত করব? তিনি বললেন- তুমি যতোটুকু ইচ্ছা কর? আমি বললাম- এক চতুর্থাংশ। তিনি বললেন- তোমার ইচ্ছা। যদি পরিমাণ বাড়াও সেটা তোমার জন্যে কল্যাণকর। এভাবে আমি দুই তৃতীয়াংশ এবং পরিশেষে সবটুকুই নবীর জন্যে নির্ধারণ করলে তিনি বললেন-

إِذا تَكْفِى هَمَّكَ وَيَغْفِرُ لَكَ ذَنْبَك* َ

"তাহলে এটাতো তোমার সংকট দূরীকরণ ও তোমার গুণাহ মাপের জন্যে যথেষ্ট হবে।" (তিরমিজি: ২৪৫৭ মাসনাদ ৫/১৩৬ মুসতাদরাক: ২/৪২১)

দরুদ না পড়ার পরিণতি বা ক্ষতি

১.দরুদ না পড়া ব্যাক্তিকে রাসুল (স)
কৃপণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।(তিরমিজি হাদীস ৩৫৪৬)

২.দরুদ ছাড়া আল্লাহর কাছে যাই দোয়া করা হয়া না কেন তা কখনোই কবুল হবে না।

৩.রাসুল (স) বলেছেন যে আমার নাম শুনলো অথচ দরুদ পড়লো না সে যেন জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।(ইবনে মাজাহ হাদীস:৯০৮)

৪.রাসূল (স) বলেছেন তার নাক ধূলা ধুসরিত হোক যার কাছে আমার নাম নেওয়া হলো অথচ আমার উপর দরুদ পড়লো না।অর্থাৎ তার উপরে রাসূলের অভিশাপ বর্তায়।(মিশকাত হাদীস :৯০৮ /তিরমিজি:৩৫৪৫)

৫.রাসূলের দরুদ ব্যতীত যেই মজলিশ শুরু ও শেষ হয় তাকে পচা লাশের দূর্গন্ধের সাথে তুলনা করা হয়েছে।এই মজলিশ সেসব ব্যক্তির জন্য কেয়ামতের মাঠে অনুতাপের কারন হবে।(মুসনাদে আহমাদ হাদীস ৯৯৬৬)

৬.যে ব্যক্তি কোন আলোচনায় রাসূলের নাম শুনে দরুদ পড়ে না রাসূলের হাদীস মতে সে নিশ্চিত লাঞ্চিত ও দূর্ভাগা।(মিশকাত ১/৮৬)

৭.রাসূলের নাম শুনার পর দরুদ না পড়া ব্যক্তির জন্য ধবংস ও অপমান অনিবার্য।(ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৯০৮)

৮.দরুদ না পড়া ব্যক্তিরা কেয়ামতের মাঠে রাসূল (স) থেকে অনেক দূরে থাকবে।তারা রাসল (স) এর শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হবে।তাই এই দরুদ না পড়া সেদিন তাদের জন্য আপসোসের কারন হবে।

৯.যেহেতু রাসূল (স) বলেছেন যে আমার উপর একবার দরুদ পড়বে তার উপর আল্লাহ ১০ টি রহমত নাজিল করবেন,তাকে ১০ টি নেকি দিবেন ও তার ১০ টি গুনাহ মাফ করবেন।তাই দরুদ না পড়ার কারনে এসব ফজিলত থেকে বঞ্চিত হতে হবে।(মুসলিম :৪০৮/তিরমিজি)

দুরুদ কিভাবে পড়তে হবে?

দরূদ শরীফ এমন এক মহান ইবাদত যার ফজীলাত ও মর্তবা বর্ণনা করা ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। রাসূলে পাকের ইশক ও মুহাব্বত, তাঁর প্রতি উম্মতের হৃদয় নিংড়ানো ভক্তি ও আদবের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় এই দরূদ শরীফের মাঝে। তাই দরূদ শরীফের ফজীলাত যথার্থ ভাবে লাভ করার জন্য দরূদ শরীফ পাঠ করার ক্ষেত্রে আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

অর্থঃ দরূদ শরীফ পাঠ করার আদব হল প্রথমেই পাক পবিত্র হওয়া। (রূহুল বয়ান-৭/২৩৩)
তবে বিনা ওযুতে যেকোন অবস্থায়ই দরুদ পাঠ করা যাবে।তবে অযু অবস্থায় পাঠ করা আদবের বহি প্রকাশ।
দরূদ শরীফ পাঠের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে আদবটির প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে তা হল হুজুরে কলব বা মনোসংযোগ তথা রাসূলে পাক-এর আজমাত ও মুহাব্বাত অন্তরের মধ্যে জাগ্রত করা। এ সম্পর্কে তাফসীরে রুহুল বয়ানে উলেখ করা হয়েছে-

অতীব ধ্যান ও খেয়ালের সাথে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। আর তা হল হুজুরে কলবের সাথে, অলসতা ও অমনোযোগিতা দূর করার সাথে। আর নিয়াতকে পরিশুদ্ধ করে নিবে যেন সে এ দরূদ শরীফ পাঠ করছে মহান আলাহর আদেশকে বাস্তবায়নের জন্য। আলাহর সন্তুষ্টি এবং রাসূল এর শাফায়াত লাভ করার জন্য। আরও খেয়াল রাখবে বাহ্যিক অবস্থা এবং অন্তরের অবস্থা যেন এক হয়। কেননা, মৌখিক স্মরণ হৃদয়ের কল্পনারই প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং একটি আরেকটির সাথে মিল থাকা অপরিহার্য; তা না হলে মনোসংযোগ ছাড়া শুধু মুখে দরূদ শরীফ পড়া মূল্যহীন। দরূদ শরীফ পাঠকারী ধ্যান ও খেয়াল করবে যেন রাসূলে পাক তার সামনে উপস্থিত রয়েছেন। তাশাহুদের মধ্যে السلام عليك বলে যে সম্বোধন করা হয় তার দাবীও এটাই। যদি সে এমন কল্পনা করতে নাও পারে যে, রাসূল পাক তার সামনে উপস্থিত এবং তার দরূদ শরীফ শুনতেছেন তাহলে কমপক্ষে এটা কল্পনা করবে যে তার দরূদ শরীফ রাসূলে পাক এর সামনে যখন পেশ করা হয় তখন তা তিনি দেখেন। এতটুকু না হলে দরূদ শরীফ পাঠ করা হবে শুধু জিহা নাড়াচাড়া করা আর শব্দ করা। (রূহুল বয়ান-৭/২৩৩)
তাই আমরা মুখে উচ্চারণের পাশাপাশি অন্তর থেকে অনুধাবন, মোহাব্বত,শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে রাসূল (স) এর কথা স্মরণ করে দরুদ পাঠ করবো ইনশাআল্লাহ।

জুমার দিনে দুরুদ পড়ার ফজিলত

জুমাবার মুমিনের জন্য এক বিশেষ সম্পদ। জুমার দিন মুমিনের জন্য আল্লাহর রেখেছেন অমূল্য সব সওগাত। নবীজি উত্তম জুমার দিন বেশকিছু সুন্নতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। জুমার দিনে বিশেষ এক সুন্নত হল, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পাঠ করা। একে সপ্তাহের সেরা জুমাবার, তার উপর নবীজির উপর দুরূদ পাঠ, সেরা সময়ে সেরা কাজ। আওস বিন আওস রা. বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল বলেছেন,

إنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فأكثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تعرض صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ؟ - يَقُولُونَ : بَلِيتَ فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ

দিনসমূহের মধ্যে জুমুআর দিনই সর্বোৎকৃষ্ট। এই দিনই আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিনই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এই দিনে শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। এদিন সমস্ত সৃষ্টি সংজ্ঞাহীন হবে। অতএব তোমরা ঐ দিন আমার উপর বেশি বেশি দুরূদ পাঠ করবে। কারণ, তোমাদের দুরূদ আমার সামনে পেশ করা হয়। সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার দেহ তো গলে যাবে। এমতাবস্থায় আমাদের দুরূদ কিরূপে আপনার সম্মুখে পেশ করা হবে?উত্তরে নবীজি বলেছেন, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা আম্বিয়ায় কিরামের দেহসমূহকে মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। আম্বিয়ায়ে কেরামের দেহ কবরের মাটি বিনষ্ট করতে পারে না (আবু দাউদ ১০৪৭। সহীহ)।

মনে রাখা জরুরী, জুমাবার শুরু হয় বৃহস্পতিবার মাগরিবের পর থেকে। আরবী তারিখ মাগরিবের পর থেকেই শুরু হয়। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের মাগরিব থেকে জুমাবারে দিবাগত রাতের মাগরিব পর্যন্ত পুরো সময়টাই জুমাবার।

বৃহস্পতিবার মাগরিবের পর থেকেই দুরূদ পেশ করা শুরু করতে পারি। আনাস

রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল বলেছেন,

أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ فِي يَوْمِ الجمعةِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أَوْ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ জুমাবারে আমার উপর বেশি বেশি দুরূদ পাঠ করবে। জুমার রাতেও বেশি বেশি দুরূদ পেশ করবে। যে ব্যক্তি জুমার দিন ও রাতে আমার উপর দুরূদ পেশ

করবে, কেয়ামতের দিন আমি জন্য সুপারিশকারী হবো (বায়হাকী ৩/১১০।হাসান-আল্লামা সুয়ূতী রহ.)

শ্রেষ্ঠতম দুরূদ হল দুরূদে ইবরাহীম। যে দুরূদ আমরা নামাজে পড়ি। হাতে সময় থাকলে, দুরূদে ইবরাহীমিও পড়তে পারি। না হলে সংক্ষেপে-

১: সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও পড়তে পারি। অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা

রাসূলের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

২: এছাড়াও পড়তে পারি-আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ।

৩: অথবা পড়তে পারি, আল্লাহুম্মা সাল্লি ও সাল্লিম ওয়া বা-রিক আলা মুহাম্মাদ।

৪: অথবা পড়তে পারি- আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আ-লিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম।

৫. কতবার দুরূদ শরীফ পড়ব?

আমি পেয়ারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যতটা ভালবাসি? আমার দুরূদ পাঠের সংখ্যা থেকে ফুটে উঠবে, আমি নবীজিকে কতটা ভালবাসি। একটু খেয়াল করলেই, সারাদিনে আমি অগনিত দুরূদ পাঠ করতে পারি। কাটুক না সপ্তাহে একটা দিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালবাসায়। উঠতে বসতে, হাঁটতে চলতে দুরূদ পাঠ করতে পারি। রাব্বে কারীম তাওফীক দান করুন। আমীন।

দুরুদ পাঠ করার সহীহ নিয়ম

হজরত আব্দুর রহমান ইবনু আবু লাইলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, কাব ইবনু উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, আমি কি আপনাকে এমন একটি হাদিয়া (উপহার) দেব না; যা আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি?

আমি বললাম, হ্যাঁ, আপনি আমাকে সে হাদিয়া (উপহার) দিন।

তিনি বললেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম- হে আল্লাহর রাসুল! আপনাদের উপর অর্থাৎ আহলে বাইতের উপর কীভাবে দরূদ পাঠ করতে হবে? কেননা, আল্লাহ তো (শুধু) আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন- আমরা কিভাবে আপনার প্রতি সালাম জানাবো।

বললেন, তোমরা এভাবে বল-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

'হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেভাবে আপনি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী।

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর বংশধরদের উপর বরকত দান করুন; যেভাবে আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী।' (বুখারি, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

শ্রেষ্ঠ দরুদ হলোর দরুদে ইবাহীম।এছাড়াও কুরআন ও সুন্নাহমতে উল্লেখিত আরো ছোট ছোট দরুদ রয়েছে।সেগুলাও পড়া যাবে।চাইলে নিজের মাতৃভাষা ব্যবহার করে রাসূলের জন্য দোয়া করা যেতে পারে। তবে পড়ার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে এমন কোন অর্থ যাতে না হয়ে যায় যা কোরআন সুন্নাহর বাইরে।কিন্তু রাসূল সল্লালাহু আলাহি ওয়া সাললাম যেহেতু নিজেই শিখিয়ে দিয়ে গেছেন আমরা কিভাবে দরুদ পড়বো তাই আমরা তাঁর দেখানো নিয়ম অনুসারেই দরুদের আমল করার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ।

দুনিয়াবি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূরীকরণে দুরুদের ভূমিকা

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের একটা সাধারণ সমস্যা হলো দুশ্চিন্তা।পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যে যার কোন চিন্তা নেই।হোক সে ধনী কিংবা গরীব।আর এই পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকি না কেন দুশ্চিন্তা আমাদের পিছু ছাড়বে না।দুশ্চিন্তা মানুষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বিভিন্ন কারণে মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে কোনো কাজই সুন্দরভাবে করা সম্ভব হয় না। আবার অনেকেই নানান ভাবে গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ে। ছোট্ট একটি হাদিসের আমলে সহজেই গুনাহ থেকে যেমন মাফ পাওয়া যায় আবার দুশ্চিন্তামুক্ত হওয়ার ঘোষণাও দিয়েছেন বিশ্বনবি (স)। আর তাহলো দরুদের আমল।

দরুদের আমলের মর্যাদা অনেক বেশি। 'বিশ্বনবির প্রতি দরুদ পড়লে কী হয় আর না পড়লে কী হয়' হাদিসে পাকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। পবিত্র কোরআনুল কারিমের বর্ণনা থেকেই দরুদের গুরুত্ব উঠে এসেছে। আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারিমে দরুদ পড়ার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এভাবে-

إِنَّ اللهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ নবির উপর রহমত নাজিল করেন এবং ফেরেশতারা তাঁর জন্য রহমতের দোয়া করেন। সুতরাং হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ পড় এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাও।' (সুরা আহজাব : আয়াত ৫৬)

উবাই ইবনে কাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের তৃতীয় প্রহরে জাগ্রত হয়ে বলতেন-
“হে লোকসকল! আল্লাহকে স্মরণ কর; প্রলয়ংকারী (কিয়ামত) আসবে, তখন পশ্চাতে আসবে পশ্চাদগামী, মৃত্যু এসে সকলকে গ্রাস করে ফেলবে।"

উবাই বলেন, আমি বললাম-হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার উপর বেশী পরিমাণে দুরূদ পাঠ করি। আমার দোয়ার কতটুকু পরিমাণ দুরূদ আপনার জন্যে নির্ধারণ করব? তখন তিনি বললেন- যতটুকু তুমি চাও।

বললেন- এক চতুর্থাংশ। তিনি বললেন- যতটুকু তুমি ইচ্ছা কর। যদি তুমি পরিমাণ বাড়াও তাহলে সেটা হবে তোমার জন্যে কল্যাণকর। আমি
বললাম- অর্ধেক। তিনি বললেন- তোমার ইচ্ছা। তবে পড়লে তোমারই
মঙ্গল। আমি বললাম- তিন চতুর্থাংশ। তিনি বললেন- তোমার ইচ্ছা। তবে বাড়ালে সেটা হবে তোমার জন্যে উপকারী। আমি বললাম- আমার সবটুকু দোয়াই আপনার

জন্যে নির্ধারণ করলাম। তিনি বললেন- إِذًا تَكَفَّى م وَيَغْفِرُ لَكَ ذَنْبَك যথেষ্ট এবং তোমার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।" (তিরমিজি: নং ২৪৫৭, মুসতাদরাকঃ২/৪২১)

এই হাদীস থেকে বোঝা গেল জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দরুদের মধ্যে নিহীত।এই দরুদের উছিলায় আল্লাহর রহমতের দ্বারা আল্লাহতালা জীবনের সকল দুশ্চিন্তা, পেরেশানি,বিপদাপদ দূর করে দেন।

হাদীসের কিতাব থেকে ১০ টি দুরুদ

১. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَحَمَّدٍ وَسَلَّمْ عَلَيْه
(ইবনুস সুন্নী ৮০)

(২)اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد . (নাসাঈ শরীফ হাদীস নং-১২৯২)

(৩) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد.

(আবু দাউদ হাদীস নং-৯৮১/ মুসনাদে আহমাদ, 8: ১১৯)

(8) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْم

القيامة .

৪নং এ বর্ণিত দুরূদের ফযীলতে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- 'যে ব্যক্তি উক্ত দুরূদ পড়ার অভ্যাস করবে তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত ওয়াজিব হবে।' (মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং-8:১০৮,১৬৯২৮)

(৫) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى الِهِ وَسَلَّم ْ

تسليما. ৫নং এ বর্ণিত দুরূদ এর ফযীলতে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-'যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন আসরের নামাযের পর নিজের স্থানে বসে উক্ত দুরূদ আশিবার পড়বে, তার আশি বছরের গুনাহ মাফ হবে এবং তার আমলনামায় আশি বছরের ইবাদত-বন্দেগীর সওয়াব লেখা হবে।' (আল কাউলুল বাদী-২৮৪)

(৬) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَبَلِّغْهُ دَرَجَةَ الْوَسِيلَةِ عِنْدَك َ

وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة ِ.

(তাবারানী হাদীস নং-**১**২৫৫৪/ মাযমাউয যাওয়ায়িদ হাদীস নং- **১৮৮১**)

(৭) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات ِ. (সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস নং-৯০৩)

(৮) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِين َ

وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيد ٌ

مجيد .

(আবু দাউদ হাদীস নং-৯৮২/ আল কাওলুল বাদী, পৃ. ২৮৪)

(৯) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ بَارِكْ عَلَى مَحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد. (আল কাউলুল বাদী পৃ. ১০৪/ বুখারী, মুসলিম হাদীস নং-৩৩৬৯)

(১০) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ ورة عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد -

(বুখারীহাদীস নং-৬৩৫০,৩৩৭০/ নাসাঈ হাদীস নং-১২৮৮)

শেষ কথা

আমরা অনেকেই জানি বান্দা যখন একবার রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাললাম এর প্রতি দুরুদ পড়ে তখন আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি ১০ বার সালাত বা দুরুদ প্রেরন করেন। কখনো কি ভেবেছেন এই ১০ বার সালাতের মানে কি? কোন রহস্য লুকিয়ে আছে এর মাঝে? এক অসাধারন অনুভূতি আছে! আমরা আমাদের প্রিয় কোন সেলিব্রেটির মুখে নিজেদের প্রশংসা শুনলে কেমন ফিল করবো? আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবো।

আপনি জানেন যখন আপনি ১ বার দুরুদ পাঠ করেন তখন আরশে আজিমে কি হয়? তখন স্বয়ং আল্লাহ নিজেই অগনিত ফেরেশতার সামনে আপনার উপর ১০ বার দুরুদ পাঠ করেন। আর বান্দার উপর আল্লাহর সালাওয়াত অর্থা দুরুদ পড়ার একটা অর্থ হলো স্বয়ং আল্লাহ নিজেই আপনার নাম ধরে অগনিত ফেরেশতার মাঝে আপনার প্রশংসা করেন। দুনিয়াতে কেউ প্রশংসা করুক আর না করুক আল্লাহ আপনার নাম ধরে প্রশংসা করবে যদি আপনি ১ বার দুরুদ পাঠ করেন। পাশাপাশি উপর রহমত,

বরকত নাযিল হবে, আপনার ১০ টা গুনাহ মাফ করবে, ১০ টা নেকী দান করবেন, জান্নাতে যাওয়ার ১০ টা ধাপ বাড়িয়ে দিবে।

আল্লামা মনযূর নু'মানী (রহিমাহুল্লাহ) মা'আরিফুল হাদীস গ্রন্থে বলেন, দুরুদ বা সালাত শব্দের অর্থ হলো দু'আ করা, সম্মানিত করা, প্রশংসা করা, মর্যাদা, সম্মান ও স্নেহ সোহাগ করা, রহমত বরকত দান করা ইত্যাদি।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির ও ফকীহ আল্লামা ইবনে আতিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার প্রতি সালাতের অর্থাৎ দুরুদের অর্থ হলো "বান্দার প্রতি রহমত বর্ষণ, বরকত প্রদান এবং বান্দার উত্তম প্রশংসা প্রচার করা। (আল কাউলুল বাদী: ১৪-১৭)

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবুল আলিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, বান্দার প্রতি আল্লাহর দুরুদ পড়ার অর্থ হলো "ফেরেশতাদের কাছে বান্দার প্রশংসা করা এবং তাঁকে সম্মানিত করা।" (আল কাউলুল বাদী: ১৪-১৭)

স্বয়ং আল্লাহ আমাদের নবীর উপর দুরুদ পাঠ করেন, ফেরেশতারা নবীর উপর দুরুদ পাঠ করেন, রাসূল নিজেই নিজের উপর দুরুদ পাঠ করতেন। দুরুদ পাঠ করা আল্লাহর সুন্নাহ, ফেরেশতাদের সুন্নাহ, রাসূলের সুন্নাহ। আপনি কি এই সুন্নাহ থেকে দূরে থাকতে চান?

দুরুদ পড়ার সময় এই বিষয়টা উপলব্দি করুন। আল্লাহ আপনার নাম ধরবে। শুধু নামই ধরবেনা বিলিয়ন ট্রিলিয়ন যিলিয়ন ফেরেশতাদের মাঝে প্রশংসা করবে। আপনি যদি আল্লাহর মুখে আপনার নাম ও প্রশংসা বের করতে চান তবে রাসূলের উপর দুরুদ পড়ুন। ভিন্ন এক অনুভূতি পাবেন ইনশাআল্লাহ।

[শায়েখ মিশারি আল খারাজের একটি আরবী লেকচারের অবলম্বনে লিখিত।]

আমরা যখন রাসুল ﷺ এর উপর দুরুদ পড়ি তখন তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় এবং আমাদের আমলনামায় এর ফযিলত লেখা হয়।

কেউ যদি তার জীবনে, তার হায়াতে, তার রিজিকে বরকত চায় তবে সে যেন বেশি বেশি দরুদ পাঠ করে। কারণ একজন মুসলিম যখন অপর মুসলিমের জন্য দু'আ করে তখন ফেরেশতারাও তার জন্য অনুরূপ চেয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করে। যখন আমরা বলবো আল্ল-হুম্মা বারিক আ'লা মুহা'ম্মাদ, তখন ইনশাআল্লাহ এই বরকতের দু'আ ফিরিশতারাও আমাদের জন্য করবেন। আর আশা করা যায় রাসুল ﷺ এর প্রতি দুরুদ যেভাবে কবুল হচ্ছে ঠিক সেভাবেই দরুদ পাঠকারীর প্রতি ফিরিশতাদের বরকতের দু'আও কবুল হবে ইনশাআল্লাহ।

দুয়ার ব্যাপারে আবু সুলাইমান আদ-দারীমি একটি সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পড়ে দুয়া শুরু করুন এবং দরুদ পড়ে দুয়া শেষ করুন।

.

কেন?

.

দেখুন, কি চমৎকার উক্তি। তিনি বলেন- "নবীর প্রতি দুরুদ পড়লে তা এমনিই কবুল হয়। আর আল্লাহ্ কোন দুয়ার শুরু এবং শেষ অংশ কবুল করে মাঝের অংশ প্রত্যাখ্যান করবেন এমনটি হতেই পারেনা।"

.

তাই দুয়ায় শুরু, মধ্যভাগ এবং শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরুদ পাঠ করুন।

সহিহ তিরমিজি ও তাফসীর ইবনে কাসীরে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে যে, উমার রাদিয়াল্লাহআনহু বলেন- "আসমান ও জমিনের মাঝে দুয়া আঁটকে থাকে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ না করলে সেই দুয়া আসমানে পৌঁছে না।"

রাসূলুল্লাহ এর সুন্নাতের অনুসরণ ও তার আদেশ নিষেধসমূহের বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তাঁর মহববত লাভ করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيمٌ

বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সূরা আলে ইমরান: ৩১)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, যে ব্যক্তি আল্লাহকে মহব্বত করে বলে দাবি করে অথচ সে রাসূলুল্লাহ এর আদর্শের অনুসরণ করে না, সে অবশ্যই স্বীয় দাবিতে মিথ্যুক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না। (সূরা আলে ইমরান: ৩১-৩২)

আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ এর আদর্শের বিরোধিতা করা কুফর। আর যারা কুফরি করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মহববত করেন না- যদিও সে এ দাবী করে যে, সে আল্লাহকে মহববত করে এবং তার নৈকট্য লাভ করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইত্তেবা/অনুসরণ ছাড়া সে মুমিন হতে পারবে না। এমনকি যদি পূর্ববর্তী যুগের কোন নবী বা রাসূলও এ যুগে আগমন করতেন তাহলে তার জন্যও রাসূলে উপর ঈমান আনা, তার ইত্তেবা করা ও তার আনীত দ্বীনের অনুসরণ করা তার উপর ওয়াজিব হত।

তাই আমাদেরকে যাবতীয় কাজ-কর্মে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ এর সুন্নাতের অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন!